মা'আল্লাহ

যে গুণে মহিমান্বিত আমার রব

ড. সালমান আল আওদাহ (র.)

অনুবাদক

আবু তাহের

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

আল্লাহর ভালোবাসা	১৩	১৭	আল্লাহর পরিচয়
আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ	২২	৩০	ইসমে আজম
আল্লাহ	৩৫	৪১	আর-রহমান, আর-রহিম
আল মালিক	৫০	৫৭	আল কুদ্দুস
আস-সালাম	৬০	৬৫	আল মুমিন
আল মুহাইমিন	৬৮	৬৯	আল আজিজ
আল জাব্বার	৭২	৭৫	আল কাবির, আল মুতাকাব্বির
আল খালিক, আল খাল্লাক	৭৮	৮৫	আল বারি
আল মুসাওয়ির	৮৬	৮৭	আল গাফুর, আল গাফফার
আল কাহহার, আল কাহির	৯৯	১০৪	আল ওয়াহহাব
আর-রাজ্জাক, আর-রাজিক	১১৫	১২২	আল ফাত্তাহ
আল আলীম, আল আলিম	১৩০	১৩৫	আল কাবিদ, আল বাসিত
আস-সামিউ	১৩৭	১৩৯	আল বাসির
আল লাতিফ	১৪৩	১৫০	আল খাবির
আল হালিম	১৫২	১৫৭	আল আজিম
আশ-শাকুর, আশ-শাকির	১৫৯	১৬১	আল আলিয়্যু, আল আলা
আল হাফিজ	১৬৪	১৬৫	আল মুকিত
আল হাসিব	১৬৬	১৬৯	আল জামিল
আল কারিম, আল আকরাম	১৭২	১৭৮	আর-রাকিব
আল কারিব	১৮০	১৮৫	আল মুজিব
আল ওয়াসি	১৯৩	১৯৫	আল হাকিম, আল হাকাম
আল ওয়াদুদ	২০৩	২০৫	আল মাজিদ
আশ-শাহিদ	২০৭	২০৯	আল মুবিন
আল হাক	২১০	২১২	আল ওয়াকিল
আল ফাতির	২১৪	২১৬	আল কাবিইয়ু
আল মাতিন	২১৮	২১৯	আল ওয়ালি, আল মাওলা
আল হামিদ	২২৩	২২৫	আল হাইয়্যু
আল কাইয়্যুম	২২৯	২৩১	আল ওয়াহিদ, আল আহাদ
আস-সামাদ	২৩৮	২৪৩	আল মুকতাদির, আল কাদীর
আল মুকাদ্দিম, আল মুআখখির	২৪৭	২৪৮	আল আওয়াল, আল আখির
আজ-জাহির, আল বাতিন	২৫৩	২৬০	আল বার

আত-তাওওয়াব	২৬১	২৬৮	আর-রব
আল আফুয়্যু	২৬৯	২৭৭	আর-রউফ
জুল জালালি ওয়াল ইকরাম	২৭৯	২৮০	আল গানি
আন-নুর	২৮১	২৮৩	আল বিতরু
আল হাদি	২৮৫	২৮৭	আল বাদি
আল ওয়ারিশ	২৯১	২৯৪	আত-ত্বইয়্যিব
রাফিউদ-দারাজাত	২৯৬	২৯৭	আল মান্নান
আন-নাসীর, আন-নাসির	২৯৯	৩০২	জুত-তওল
আল মুসতাআন	৩০৩	৩০৫	আল মুহিত
আল জাওয়াদ	৩১০	৩১৩	আল হায়ি
জুল ফাদল	৩১৫	৩১৯	জুল মাআরিজ
আর-রাফিক	৩২০	৩২২	আল মুহসিন
আস-সুব্বুহ	৩২৫	৩৩১	আস-সিত্তির, আস-সাত্তার
আস-সাইয়্যিদ	৩৩৪	৩৩৬	আশ-শাফি
আল হাফি	৩৩৭	৩৩৯	শেষ কথা

আল্লাহর ভালোবাসা

আপনি যদি আল্লাহর সুন্দর নামগুলো নিয়ে একটু চিন্তা করেন, তাহলে একটি আশ্চর্যজনক বিষয় লক্ষ করবেন। আল্লাহর একটি নামও আজাব বা পাকড়াও কেন্দ্রিক নয়। তাঁর কিছু কিছু নাম রহমত, ভালোবাসা, দয়া, জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকেন্দ্রিক। কিছু নাম সৃষ্টি, রিজিক প্রদান, জীবন-মৃত্যু দান ও ব্যবস্থাপনাশৈলীকে নির্দেশ করে। কিছু নাম রয়েছে, যা তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা, বড়োত্ব, মহত্ত্ব, সৌন্দর্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রকাশ করে।

আল্লাহর নাম হচ্ছে—আর-রহমান (দয়াময়), আর-রহিম (দয়ালু), আল গফুর (ক্ষমাশীল), আস-সালাম (শান্তিময়), আল ওয়াহহাব (দানশীল), আর-রাজ্জাক (রিজিকদাতা), আল ফাত্তাহ (মীমাংসাকারী), আল লতিফ (সূক্ষ্মদর্শী), আল জামিল (সুন্দর), আল মুজিব (সাড়াদানকারী), আল ওয়াদুদ (স্নেহপরায়ণ), আস-সামাদ (অমুখাপেক্ষী), আল বার (কৃপাময়) ইত্যাদি। তাঁর নামের মধ্যে শাস্তিদানকারী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী, পাকড়াওকারী—এ রকম কোনো নাম নেই। এখন প্রশ্ন হতে পারে, কুরআনে আল্লাহ বলেছেন—তিনি শাদিদুল ইকাব (শাস্তি প্রদানে কঠোর); এটি কি আসমাউল হুসনার অন্তর্গত নয়?

উত্তর হচ্ছে—এটি আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের অন্তর্গত নয়। এটি আল্লাহর শাস্তির একটি বর্ণনামাত্র। বিষয়টি আমরা এভাবে বলতে পারি—তাঁর শাস্তি কঠোর; কিন্তু তিনি নিজে কঠোর নন। তাই এটি আসমাউল হুসনার অন্তর্গত নয়। এটিই অধিকাংশ আলিমের অভিমত।

ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেছেন—'আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের মধ্যে এমন কোনো নাম নেই, যা ক্ষতিকর কোনো কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। তবে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ক্ষতিকর ও মন্দ দিক রয়েছে বলে আল কুরআনে উল্লেখ রয়েছে।' যেমন : আল্লাহ বলেন—

نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ- وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ -

'আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও, আমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর আমার শাস্তি হচ্ছে যন্ত্রণাদায়ক।' সূরা হিজর : ৪৯-৫০

মহান আল্লাহ আরও বলেন—

اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

'নিশ্চয়ই আপনার রব শাস্তি প্রদানে খুবই তৎপর। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' সূরা আরাফ : ১৬৭

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

'তোমরা জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' সূরা মায়েদা : ৯৮

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ- إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ- وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ-

'নিশ্চয়ই তোমার রবের পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর। তিনিই অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরায় জীবিত করেন। আর তিনি ক্ষমাশীল ও স্নেহপরায়ণ।' সূরা বুরুজ : ১২-১৪[১]

ইবনে তাইমিয়া (রহ.) আরও বলেন—'আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের মধ্যে প্রশংসামূলক নাম ব্যতীত অন্য কোনো নাম নেই। এ কারণেই এগুলোকে হুসনা তথা সুন্দর বলা হয়।'[২]

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-ও এ রকম মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন—'নিশ্চয়ই তাঁর সকল নামই সুন্দর। প্রকৃতার্থে তাঁর কোনো অসুন্দর নাম নেই। এটি প্রমাণ করে—তাঁর সকল কাজই উত্তম, তাতে মন্দ কিছু নেই। তিনি যদি মন্দ কিছু করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই সে রকম একটি নামও গঠন করতেন। তখন তাঁর সব নাম হুসনা বা সুন্দর হতো না। অতএব, আল্লাহর নাম অসুন্দর হওয়ার ধারণাটি বাতিল। কোনো মন্দ গুণই তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে না।'[৩]

তিনি আরও বলেন—'নিশ্চয়ই নিয়ামত ও ভালো কাজের প্রতিদান আল্লাহর রহমত, মাগফিরাত ও দয়ার ওপর নির্ভরশীল। এ কারণেই এ গুণগুলো তিনি নিজের সাথে যুক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে আজাব বা শাস্তি মাখলুকের অন্তর্গত। যার ফলে শাস্তি প্রদানকারী হিসেবে তাঁর নামকরণ করা হয়নি। একটি আয়াতের মাধ্যমেই এ পার্থক্য বোঝা যায়। আয়াতটি হচ্ছে—

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ- وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ-

'আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও, আমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর আমার শাস্তি হচ্ছে যন্ত্রণাদায়ক।' সূরা হিজর : ৪৯–৫০[৪]

ড. উমর আল আশকার বলেন—'আল্লাহর নামের ও কর্মের বৈশিষ্ট্যসমূহ তাঁর নামের অন্তর্গত নয়। যেমন : কঠোর শাস্তি দানকারী, দ্রুত শাস্তি দানকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, কঠোর আঘাতকারী, উচ্চমর্যাদা দানকারী ইত্যাদি।'[৫]

অন্য একজন বলেছেন—'আল্লাহর কর্মের বৈশিষ্ট্যসমূহ আল্লাহর নাম হিসেবে কোথাও ব্যবহৃত হয়নি; ব্যবহৃত হয়েছে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের সংবাদ বা বিবরণ প্রকাশের জন্য। প্রাসঙ্গিক বিবরণের বাইরে তা আর কোথাও ব্যবহৃত হয়নি।'

এ কারণেই আল্লাহ চিররাগী, চিরশাস্তি প্রদানকারী বা চিরপ্রতিশোধ গ্রহণকারী ইত্যাদি নাম তাঁর জন্য নির্ধারিত হয়নি। এ নিয়ে গভীর চিন্তা করলে একজন ব্যক্তির সামনে আল্লাহর নাম ও গুণাবলি বোঝার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। আল্লাহর ব্যাপারে তার জ্ঞান আরও সমৃদ্ধ হয়। তার মনে বৃদ্ধি পায় আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা। রাসূল (সা.) দুআর মধ্যে বলতেন—'মন্দ কিছু আপনার সাথে সম্পর্কিত নয়।'[৬]

---

[১] *মাজমুউল ফাতাওয়া* : ৮/৯৬

[২] *মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ* : ৫/২৮২

[৩] *বাদাইউল ফাওয়াইদ* : ১/১৮১

[৪] *হাদিল আরওয়াহ* : পৃ.-২৬৪

[৫] *আসমাউল্লাহি ওয়া সিফাতিহি* : পৃ.-৬১

[৬] সহিহ মুসলিম : ৭৭১ আলি (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস

এর দ্বারা বোঝা যায়—আল্লাহর সত্তার সাথে, নামের ও গুণাবলির সাথে ক্ষতিকর কিছু সম্বন্ধযুক্ত নয়। সার্বিকভাবেই তিনি পরিপূর্ণ সত্তা। তাঁর সকল গুণ প্রশংসনীয়। তাঁর সকল কাজ রহমত, কল্যাণ, ন্যায় ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ। তাঁর সকল নামই হুসনা তথা সুন্দর। তাহলে মন্দ কিছু তাঁর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় কীভাবে?

মন্দ বা অকল্যাণকর ব্যাপার আল্লাহর গুণাবলির সাথে জড়িত নয়। তা কেবল মাখলুকের সাথে সম্পৃক্ত। পৃথিবীতে ভালোর পাশাপাশি মন্দের উপস্থিতির মধ্যে রয়েছে আল্লাহর প্রজ্ঞা। মানুষ তার স্বল্প জ্ঞানে তা অনুধাবন করতে সক্ষম নয়।

আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের এ বিশ্লেষণ, আলিমগণের বিশ্লেষণের সাথে সংগতিপূর্ণ। অতএব, প্রত্যেক ফকিহ ও দাঈর উচিত, আল্লাহর সুন্দর নামগুলো মানুষকে জানিয়ে দেওয়া; যা তাঁর দয়া, উদারতা, ক্ষমা, রহমত ইত্যাদিকে শামিল করে।

বান্দাকে রবের দিকে আহ্বান করার এটিই সর্বোত্তম পথ। এর মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি বান্দার মনে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। আলিমগণের মতে, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার অনুভূতি সুউচ্চ ও শ্রেষ্ঠ অনুভূতি। আল্লাহর প্রতি ভয় ও আশার অনুভূতির চেয়েও এটি উত্তম।

ভালোবাসার অনুভূতি আশা ও ভয়ের অনুভূতি নষ্ট করে না। আশা ও ভয় মানুষের স্বভাবজাত অনুভূতির অংশ। ভয় ও আশার মধ্যবর্তী থেকে নবিগণ বিনয়ের সাথে আল্লাহকে ডাকতেন। অর্থাৎ নবিগণ আল্লাহকে সর্বাধিক ভালোবাসতেন। আর তাঁরা আল্লাহকে ডাকতেন ভয় ও আশা নিয়ে। অতএব, বোঝা গেল, ভালোবাসা ভয় ও আশাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ۖ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ-

‘তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত। তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত। তারা ছিল আমার কাছে বিনীত।’ সূরা আম্বিয়া : ৯০

আল্লাহ আরও বলেন—

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ إِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ- وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا-

‘তোমরা স্বীয় রবকে ডাকো বিনীতভাবে সংগোপনে। নিশ্চয়ই তিনি সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না। আর পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হওয়ার পর তোমরা সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। এবং তাকে ভয় ও আশার সঙ্গে আহ্বান করো।’ সূরা আরাফ : ৫৫-৫৬

আল্লাহর সুন্দর নামগুলো তাঁর প্রশংসা ও স্তুতির সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার পেছনে গভীর তাৎপর্য রয়েছে। রয়েছে আমাদের জন্য শিক্ষাও। শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তির দ্বারা এর তাৎপর্য বাস্তবায়িত হয় না। প্রতিফলিত হয় না মানবজীবনে। এর জন্য প্রয়োজন হলো—নামগুলোর প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস রেখে তা নিয়ে গভীর অধ্যয়ন এবং ব্যক্তিজীবনে তার বাস্তব প্রয়োগ ও সঠিক অনুশীলন।

তবে এক্ষেত্রে আমরা যাতে কোনো দ্বিচারিতা ও প্রান্তিকতার রোগে আক্রান্ত না হই, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। অর্থাৎ, আল্লাহর সুন্দর নাম দেখে যেন আমাদের মন থেকে তাঁর ভয় চলে না যায়।

আল্লাহর নামগুলোর অর্থ করতে হবে পরিপূর্ণ উদারতা ও সততার সাথে। অবশ্যই অর্থগুলো হতে হবে পূর্ণাঙ্গ ও সংগতিপূর্ণ; কখনোই তা পরস্পরবিরোধী হবে না।

যদি আমরা এ ব্যাপারটি সঠিকভাবে ধারণ করতে পারি, তাহলে তিনি আমাদের বিস্তৃত জ্ঞান দান করবেন। তিনি আমাদের জন্য খুলে দেবেন কল্যাণের এমন দুয়ার, যা থেকে আমরা এতদিন বঞ্চিত হচ্ছিলাম। মনে রাখতে হবে, আমাদের কর্মের চেয়ে আল্লাহর রহমত অনেক বেশি উপকারী। অতএব, হে আল্লাহ! আমাদের ওপর রহম করুন, আমাদের ক্ষমা করুন।

আল্লাহর পরিচয়

একজন মুমিনের উচিত শক্তিমত্তা-দুর্বলতা, প্রাচুর্য-দরিদ্রতা, সুখ-দুঃখ, যৌবন-বার্ধক্য, প্রকাশ্য-গোপন—সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ডাকা। আল্লাহর সাথে থাকা।

ইতিহাসের পাতায় আজও যারা চিরস্মরণীয় ইতিহাসবেত্তা, ইসলামিক স্কলার, বিজ্ঞানী, সাংস্কৃতিক মণ্ডলে কৃতী ব্যক্তি প্রমুখ, তাদের নিয়ে আলোচনা করা নিঃসন্দেহে ভালো কাজ। তবে নবি-রাসূলদের নিয়ে আলোচনা করা তার চেয়ে উত্তম। আর নবিকুলের শিরোমণি মুহাম্মাদ (সা.)-কে নিয়ে আলোচনা করা তো সর্বোত্তম।

আর আমাদের রব, সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার মহত্ত্ব, তাঁর সুন্দর নাম, মহিমান্বিত গুণাবলি নিয়ে আলোচনা করা সর্বোৎকৃষ্ট আমল। আমাদের উচিত সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করা। তাঁকে ডাকা। তাঁর কাছে দুআ-প্রার্থনা করা। নবি (সা.) বলেছেন—'তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহকে ডাকো, তাহলে কষ্টের সময় তিনি তোমাদের মনে রাখবেন।'[৭]

আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ ও মহিমান্বিত গুণাবলি পড়ার মাধ্যমে, চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে আমরা আল্লাহকে স্মরণ রাখব। আল্লাহকে ডাকব। নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণ বিষণ্ন হৃদয়ে সান্ত্বনা জোগায়, ভীতুকে করে ভয়মুক্ত, অপদস্থকে করে মর্যাদার অধিকারী, দুর্বলকে করে শক্তিশালী এবং অভাবীকে করে অভাবমুক্ত।

আল্লাহ তায়ালা সুমহান মর্যাদার অধিকারী। কখনো বান্দাকে তিনি নিয়ামত থেকে বিচ্ছিন্ন করেন না। কোনো দুর্বলতা ও কমতি তাঁকে স্পর্শ করে না। তাই আমরা দেখতে পাই, মর্যাদাবান, ক্ষমতাধর, ধনী, রাজা-বাদশাহ, নেতৃত্ব দানকারী— এককথায় সবাই আল্লাহর কাছেই ধরনা দেয়, আল্লাহর কাছেই সাহায্যপ্রার্থী হয়।

কেউ যখন বিপদে পড়ে, ঘটনার আকস্মিকতায় হতবিহ্বল হয়ে পড়ে, মৃত্যু এসে কড়া নাড়ে দরজায় কিংবা রোগ-শোকে হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত, তখন সে আল্লাহর কাছেই আশ্রয় চায়। সাহায্য প্রার্থনা করে আল্লাহর কাছেই।

এমনকি বিপদে পড়লে নাস্তিকরা পর্যন্ত আল্লাহর কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়। নিজের অনিচ্ছায় আল্লাহকে ডাক দিয়ে বলে উঠে—ইয়া আল্লাহ!

অবিশ্বাসীদের সর্দার ফেরাউনের কথাই ধরা যাক, সে গর্ব করে বলেছিল—

اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى-

'আমিই তোমাদের মহান পালনকর্তা।' সূরা নাজিয়াত : ২৪

---

[৭] তিরমিজি : ২৫১৬, ইবনে আব্বাস (রা.)-কে রাসূল (সা.)-এর দেওয়া উপদেশসংক্রান্ত হাদিসের অংশ।

সে আরও বলেছিল—

مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ-

‘আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ আছে বলে তো আমি জানি না।’ সূরা কাসাস : ৩৮

এই ফেরাউন যখন সাগরের জলে ডুবে যাচ্ছিল, তখন সে-ও কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহর কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিল। আল্লাহকে ডেকে ডেকে সে বলেছিল—

اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ-

‘আমি বিশ্বাস স্থাপন করছি, নিশ্চয় তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই, যার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে বনি ইসরাইলরা। সূরা ইউনুস : ৯০

এভাবে সে মহান আল্লাহর ওপরে ঈমান আনল ও তাঁকে ডাকল, কিন্তু সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পর। তাইতো ফেরাউনের ডাকে সাড়া না দিয়ে আল্লাহ বলেছিলেন—

آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ- فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةًؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ-

‘এখন (ঈমান আনছ)? অথচ তুমি ইতঃপূর্বে অবাধ্য ছিলে। অন্তর্ভুক্ত ছিলে অশান্তি সৃষ্টিকারীদের। অতএব, আজ আমি তোমার দেহকে সংরক্ষণ করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পারো। আর নিঃসন্দেহে অনেক লোকই আমার নিদর্শন সম্পর্কে অসতর্ক।’ সূরা ইউনুস : ৯১-৯২

যারা অহংকারী, আল্লাহকে অস্বীকারকারী, দুনিয়ার চাকচিক্য, ক্ষমতা ও সম্পদ দ্বারা ধোঁকায় পতিত, তারাও আল্লাহর দিকে ঠিকই প্রত্যাবর্তন করে; কিন্তু তা করে নির্ধারিত সময় চলে যাওয়ার পর। যখন তারা পছন্দ-অপছন্দ ও চিন্তাচেতনার স্বাধীনতার জগৎ থেকে বাধ্যবাধকতার জগতে চলে যায়। অদৃশ্য জগৎ চোখের সামনে হয়ে ওঠে দৃশ্যমান। কিন্তু এ সময় তাদের প্রত্যাবর্তন কোনো কাজে আসে না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন—

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَأْسَنَاؕ سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهٖ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ-

‘অতএব, তারা যখন আমার শাস্তি দেখল, তখন তাদের ঈমান তাদের কোনো উপকারে এলো না। আল্লাহর এ বিধান পূর্ব থেকেই তাঁর বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে। আর কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে!’ সূরা মুমিন : ৮৫

আমাদের প্রত্যেকের উচিত স্বেচ্ছাচারী শাসকদের পরিণতির কথা চিন্তা করা। তাদের পরিণতি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা। যেমন : চেঙ্গিস খান, হালাকু খান, হিটলার, স্ট্যালিন এবং তাদের মতো আরও অনেকেই—যাদের জীবনে আল্লাহকে মানার কোনো অংশ নেই। তাই তাদের জন্য রয়েছে চরম শাস্তি।

অতএব, সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে। স্বেচ্ছায়, অনুগত হয়ে আল্লাহকে ডাকতে হবে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

আল্লাহর নৈকট্য অর্জন দুনিয়ার বৈধ আস্বাদ ও উপভোগের সামগ্রী হতে ব্যক্তিকে সামান্যও বঞ্চিত করে না; বরং তা উপভোগ ও আস্বাদের মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তাতে নিয়ে আসে বরকত, তাকে রাখে পরিচ্ছন্ন ও পূতপবিত্র। আর তা মানুষকে রক্ষা করে দুনিয়া ও আখিরাতের অকল্যাণ থেকে।

একজন মুমিনের জীবনের সবচেয়ে উত্তম, সুন্দর ও পবিত্র সময় হচ্ছে আল্লাহর সান্নিধ্যে কাটানো সময়। এ সময় সে আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকে। নিমগ্ন থাকে দুআ, মোনাজাত ও ইবাদত সাধনায়। এ ছাড়াও জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে সে সচেতন থাকে। মুসলিম ভাইয়ের উপকার ও কল্যাণ করার ব্যাপারেও থাকে সচেষ্ট। এতে খুশি হয়ে আল্লাহ তাকে অফুরন্ত নিয়ামত দান করেন। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ-

'আর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে, তা তিনি তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন।' সূরা জাসিয়া : ১৩

আল্লাহ তায়ালা বান্দার কাছেই থাকেন। হৃদয়ের স্পন্দন, চিন্তার ঝলক, শারীরিক আলোড়ন, সময়ের পরিবর্তন, দিন-রাতের চক্র—সবকিছুই আল্লাহর আওতাধীন। অণু পরিমাণ কোনো কিছুও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। বান্দার মনে এমন কোনো বিষয় উদ্‌গত হয় না, যা আল্লাহর কাছে লুক্কায়িত থাকতে পারে। আল্লাহ মুসা ও হারুন (আ.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন—

اِنَّنِيْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى-

'আমি তোমাদের সাথেই আছি, আমি শুনি ও দেখি।' সূরা ত্ব-হা : ৪৬

একজন বদান্য ব্যক্তি; যিনি বিপদে ও সংকটে পাশে থাকেন, জীবনের কঠিনতম সময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, তাকে কী সহজেই ভোলা যায়? এবার আল্লাহর কথা চিন্তা করুন। তিনি তো সকল বদান্যকে বদান্যতা দানকারী। ঘাড়ের ধমনির চেয়েও অধিক নিকটবর্তী। সর্বাবস্থায় বান্দাকে সাহায্যকারী। মুমিন ব্যক্তির পক্ষে এমন মহানুভব আল্লাহকে ভুলে থাকা কী সম্ভব?

অতএব, আমাদের উচিত আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ এবং মহিমান্বিত গুণাবলি সম্পর্কে আরও বেশি জানা, বোঝা এবং তা উপলব্ধি করা। আমাদের জীবন, জড়বস্তু, প্রাণিকুল, আকাশের নক্ষত্ররাজিসহ সবকিছুর জীবনচক্রেই আল্লাহর মহানুভবতা ও তাঁর অসীম ক্ষমতার নিদর্শন বিদ্যমান।

তাইতো সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর গুণকীর্তনের মহোৎসবে অংশগ্রহণ করে আছে। আসমান- জমিন, তারকারাজি, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, প্রাণিকুলসহ সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার গুণগান গাইছে, তাঁর প্রশংসা করছে। এগুলো আল্লাহর মহত্ত্ব, সম্মান, প্রভুত্ব, একচ্ছত্র ক্ষমতা, পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব ও চিরন্তনতার সাক্ষ্য বহন করছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ-

‘আর এমন কিছুই নেই, যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারো না।’ সূরা ইসরা : ৪৪

অতএব, চলুন, আমরা এ বিশাল উদ্‌যাপনে অংশগ্রহণ করি তাঁর জিকির, প্রশংসা ও গুণকীর্তনের মাধ্যমে।

নিশ্চয়ই মহিমান্বিত গুণাবলি ও সুন্দর নামগুলো আল্লাহর। মুমিন জীবনে এসব নাম ও গুণাবলির অনেক প্রভাব রয়েছে। এ ছাড়া এসব নাম ও গুণাবলির মাধ্যমেই আল্লাহকে যথাযথভাবে চেনা যায়, জানা যায়।

কেউ যখন ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করে, তখন সে ইতিহাসের বিভিন্ন গল্প, খবর, যুদ্ধবিগ্রহের ঘটনা ইত্যাদির প্রতি দারুণভাবে আকৃষ্ট হয়। দিনের পর দিন তা নিয়েই পড়ে থাকে। অথচ তাতে কল্পনাপ্রসূতও অনেক কিছু থাকে, যা শুধু স্বল্প সময়ের বিনোদন মাত্র। তা সত্ত্বেও নিজ কৌতূহল দমনে সে এগুলোর ক্রমাগত অনুসরণ করতে থাকে।

কেউ যদি মনে করে, সে আল্লাহকে পুরোপুরি চিনে ফেলেছে এবং তাঁর মহত্ত্ব সম্পূর্ণ জেনে গেছে, তাহলে নিশ্চয় সে ভুল ধারণার শিকার। কারণ, আল্লাহকে জানার বিষয়টি এমন—মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি যাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না, চিন্তাশক্তি তাঁর নাগাল ছুঁতে পারে না। কোনো ভাষায় তা বর্ণনা করে শেষ করা যায় না।

একজন মুমিন আল্লাহর মহত্ত্ব ও বড়োত্বের ব্যাপারে যে জ্ঞান সংগ্রহ করে, তা ব্যক্তির চলার পথকে আলোকিত করে তোলে। ফলে অন্তরে সে প্রশান্তি অনুভব করে। আর তার চারপাশ থেকে অন্ধকার হয় দূরীভূত।

বর্তমানে মানুষ যখন মানুষের সাথে শত্রুতায় লিপ্ত, নানা ধরনের অত্যাচার ও জুলুম-নির্যাতনে জর্জরিত, সামগ্রিকভাবে মানবজাতির অধিকাংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত অপরাধের সাথে, বিশেষ করে নানা বিপদ, মুসিবত ও মতপার্থক্যে বিচলিত মুসলিম জাতি; তখন আল্লাহকে আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন তাঁর সুন্দর নামসমূহ ও মহৎ গুণাবলি সম্পর্কে জানা। জিকির, ইস্তেগফার ও ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর দিকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে যাওয়া। এগুলো আমাদের হৃদয়কে নিষ্কলুষ করবে। তা হবে আমাদের আখিরাতের পাথেয় এবং আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়ক। আমাদের মনে রাখা উচিত, আল্লাহ আমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি এমন এক সত্তা, যিনি সকল প্রয়োজন হতে মুক্ত।

হে রব! নিশ্চয়ই আমি এ গ্রন্থটি উপস্থাপন করছি আপনার সৌন্দর্যের পরিচয় বর্ণনা করে, আপনার অনুগ্রহের শুকরিয়া জ্ঞাপন করে। এর প্রতিটি হরফ আপনার গুণগানে পরিপূর্ণ, আপনার মহত্ত্বের সামনে সিজদাবনত। আর এ বইটি হচ্ছে প্রত্যেক অপরাধী, অসতর্ক, অজ্ঞ ও ধোঁকায় পতিত ব্যক্তির জন্য, যাকে আপনার অনুগ্রহের প্রাচুর্য, দীর্ঘ অবকাশ, পাপীদের প্রতি আপনার ধৈর্য ও সহনশীলতা ধোঁকায় ফেলে। হে আমার রব! আপনার প্রশংসায় রচিত এ গ্রন্থটি কবুল করুন; যদিও এতে রয়েছে বর্ণনার স্বল্পতা ও উদ্দেশ্যের দ্বিধা। এ গ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। এর ভুলগুলো ক্ষমা করুন। আপনি মহামহিম, পবিত্র। সকল প্রশংসা আপনার জন্যই।